দু’দিনে ১৩টি বন্ধ, প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গত দুদিনে ১৩টি ইটভাটা বন্ধ ও প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার চাঁদপুর, ফতেপুর ও রামদাসপুরে ৩টি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানো ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ইটভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটা গুলো হচ্ছে চাঁদপুরের কেএণ্ডকে ব্রিকসের ২ লাখ টাকা, ফতেপুরের এইচবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা, রামদাসপুরের ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৪ ও ৬ ধারা লংঘন করা ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ইটভাটাগুলো বন্ধ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়।

অপরদিকে, গতকাল মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলার মহাহনপুর গ্রামে স্টার ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা, এসআরবি ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা এবং কোমরপুর গ্রামের আরএসবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা জরিমানা ও ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার

ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উপজেলা নির্বীহী অফিসার মহোদয়রা এসকল অভিযান পরিচালনা করছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রসিকিউশন করছি। তিনি আরও জানান, গত বছরের হিসেব মতে মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি পরিবেশ ছাড়পত্র রয়েছে।

মেহেরপুরে আরও ৪টি ইটভাটা বন্ধ, সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ১০৮ টি অবৈধ ইটভাটা গড়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে সাবেক কাউন্সিলরসহ ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার কৃত মঞ্জুরুল কবির রিপন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। বাকিরা হলেন- শিশু বাগান পাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে এনামুল হক বাবু, নতুন পাড়ার আব্দুল কাদেরের ছেলে হৃদয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, সারাদেশে অপরারেশন ডেভিল হান্ট অভিযানের অংশ হিসেবে সন্ত্রাস দমন আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া থেকে দবির আলী নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনীতে শিক্ষক কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ ও র্যালী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয় করনের দাবীতে র্যালী ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখা।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর শহীদ মিনারের সামনে এ কর্মসুচি পালন করেন তারা।

‘হাতে হাত,কাধে কাধ, এক সাথে চলবো পথ, এ প্রতিপাদ্যে শিক্ষক কর্মচারিদের বাৎসরিক মিলন মেলা অনুষ্ঠানের আগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও র্যালী করেন তারা।

উপজেলা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি বেদারুল আলমের নেতৃত্বে একটি র্যালী গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষকরা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ বেদারুল আলম,সাধারণ সম্পাদক এসএম সায়েম,নির্বাহী সদস্য মোঃ আবুল কালম আজাদ সপন প্রমুখ।

এসময় শিক্ষকরা সরকারের কাছে দাবী কেও বলেন, সরকারি শিক্ষকরা যে সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাকরা পাঠ দান করেন। আমরাও সেই সিলেবাস ও নিয়মকানুন অনুযায়ীকলেজ পরিচালনা করি। তবে কেনো আমাদেও সাথে বৈষম্য করা হয়। বক্তারা বলেন, আমরা আমাদের অধিকার আদায়ে বৃহৎ কর্মসুচি পালন করবো।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটা বন্ধ, ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ নেতৃত্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে তিন ফসলি জমিতে গড়ে ওঠা তিনটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করে বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তিন ইটভাটা থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে, এসএইচবিসি ইটভাটার মালিক ইকরামুল হককে ২ লাখ টাকা, ফোর স্টার ব্রিকসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার অপরাধে শ্রমিক ইকলাছুর রহমানকে ১০ হাজার, বলাকা ব্রিকসের মালিক মিলন হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় ফায়ারা সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্য দিয়ে পানি ছিটিয়ে ফোর স্টার ব্রিকস’র কাঁচা ইট ধ্বংস ও এক্সকাভেটর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে হিজলবাড়িয়ার বলাকা ব্রিকস।

ভাটাগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। একই সঙ্গে তিনটি ইটভাটায় ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রত্যেক ইটভাটায় কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ একর তিন ফসলি জমি ব্যবহার করা হয়েছে। এসময় বিপুল সংখ্যক উৎসুক জনতাও ভিড় জমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোজফ্ফর খান। ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগীতা করেন, গাংনী থানা পুলিশ ও বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সনের ৫৯ নং আইনে দুটি ইটভাটাতে অভিযান চালিয়ে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এসময় ভাটা দুটিতে পানি দিয়ে কাঁচা ইট বিনষ্ট ও এক্সকাভেটর দিয়ে

গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশদূষণ রোধে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে জেলার সকল অবৈধ ইটভাটাতে অভিযান চালানো হবে।

উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই জেলার তিনটি উপজেলায় প্রায় ১০৮ টি ইটভাটা গড়ে উঠেছে বলে জানান জেলা প্রশাসন।

পাতা কপির কেজি ১টাকা, সাত কেজি আলু মিলছে একশ টাকায়

মেহেরপুরে ১ টাকা কেজি কপি, ১ শত টাকায় মিলছে সাত কেজি আলু এতে ক্রেতারা খুশি হলেও উৎপাদন খরচ উঠছেনা ফলে দুশ্চিন্তা চাষিদের। সবজির এমন দরপতনে আগামীতে সবজি আবাদে আগ্রহ হারাবেন চাষিরা। তবে চাল ডাল, তেল, মসলার দাম উর্ধমুখী। এখানে সস্তি নেই স্বল্প আয়ের মানুষের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুরে পাইকারি বাজারে শীতকালীন সব ধরনের সবজি ও পেঁয়াজের দরে ধস নেমেছে। পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে পাইকারিতে প্রতি কেজি বাঁধাকপি ও ফুলকপি ১ টাকা কেজি এবং ১০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ১০ কেজি আলু। গত শনিবার গাংনী কাঁচা বাজারে পাইকারি প্রতি কেজি আলু ৮ থেকে ১০ টাকা, পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৬ টাকা, টমেটো ৮ থেকে ১০ টাকা, শসা ১৫ থেকে ১৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পূর্বমালসাদ গ্রামের চাষি আতিয়ার রহমান জানান, তিনি এবার এক বিঘা জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদ করেন যার খরচ হয় প্রায় ৮০ হাজার টাকা। পেঁয়াজ বিক্রি করে যে টাকা হয়েছে তাতে লোকসান হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

একই গ্রামের আলুচাষি কুদ্দুস আলী জানান, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করে চরম বিপাকে রয়েছেন। আলুর যা দাম তাতে খেত থেকে তুলে আনার শ্রমিক খরচই উঠছে না।

সাহারবাটি গ্রামের সবিজচাষি হাসিবুল ইসলাম বলেন, গেল কয়েকদিন গবাদি পশুতে খেয়েছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি। পরবর্তী আবাদ করার জন্য চাষীরা খেত পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। তাই অনেকেই খেত থেকে বিনামূলে কপি তুলে হাটে বিক্রি করছেন। এ দিকে চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় দর পতন বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

তবে সারাদেশে আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় মেহেরপুর জেলার সবজি খুব বেশি পরিমাণ অন্য জেলায় যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন গাংনী কাঁচাবাজারের পাইকারি সবজি আড়তদার নাজমুল ইসলাম। সবজি বিক্রি করে চাউল, ডাউল মসলা ও তেল কিনতে নাভিশ্বাস উঠছে চাষিসহ সাধারন মানুষের।

তিনি বলেন, মেহেরপুর তহহাট ও গাংনী কাঁচা বাজার থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সবজি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে সবজি আবাদ হওয়ায় চাহিদা কমে গেছে। বাজারে বিপুল পরিমাণ সবজি আসলেও পানির দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। এতে ক্রেতারা খুশি হলেও পথে বসছেন চাষিরা।

মেহেরপুরের ২টি সংসদীয় আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষণা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে মেহেরপুরের দুটি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ রবিবার মাগুরা শহরের আল আমিন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক দায়িত্বশীল সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রার্থীরা হলেন মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান ও মেহেরপুর ২ (গাংনী) আসনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদা।

বাংলাদেশ জামায়াতের যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক ও কেন্দ্রীয়

নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য মোবারক হোসাইন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সহকারী পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, অঞ্চল টিম সদস্য অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, ডক্টর আলমগীর বিশ্বাস, আশেক ইলাইহি, আব্দুল মতিন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন প্রমুখ। এদিকে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষণা করাই সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উৎসব শুরু হয়েছে।

অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইনশৃংখলা বাহিনী পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ এর প্রথমদিনেই গাংনীতে দুই জনকে আটক করা হয়েছে। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোশররফ হোসেন ও তেরাইল গ্রামের রুবেল হোসেন।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টিম যৌথ অভিযান চালিয়ে এই দুইজনকে আটক করে।
তবে, তাদের কাছে থেকে ২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, মেহেরপুর সেনাবাহিনী ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথটিম শনিবার বিকালের দিকে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে দুই গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আজ রবিবার সকারেল দিকে আটকদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

[redacted]

[redacted]

সপ্তাহে মধ্যে ধানের চারা উৎপাদন করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পরিচর্যা এমনকি ধান কাটা মাড়াই হবে যন্ত্রের সাহায্যে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। “সমলয়” পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে শ্রমিক সঙ্কট নিরসন, উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ ও সময় বাঁচবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন।

তিনি জানান, বোরো মৌসুমে গাংনী উপজেলা গোপলনগর গড়ান মাঠ এলাকায় জমিতে ৪৫০০ প্লাস্টিকের বিশেষ কৃষি যন্ত্রের মাধ্যমে মাটিতে জৈব সার সংমিশ্রণে প্লাস্টিকের ট্রেতে ধান বীজ বপন করা হয়েছে। সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে বীজ বপন থেকে সার প্রয়োগ ও ধান কাটা মাড়াই সবকিছু করা হবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তিনি বলেন, সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষকেরা অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। কৃষিতে যান্ত্রিকরণ হওয়ার কারণে শ্রমিক সংকট নিরসন হবে।

ফসলের ভালো ফলনসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবে কৃষকেরা। তাই এই অঞ্চলের কৃষকদের সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষি বিভাগ থেকে। এসময় ওই এলাকার দুই শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছেন, চলতি বছরে এজেলার ১৯ হাজার ৩২৭ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার আওতায় গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামে ৬০ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে রাইস-ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে।

এছাড়া সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মাঠে ৬৫ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে এই পদ্ধতিতে ধান রোপন করা হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি কর্মকর্তা (ডিডি) বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো, সমলয় এবং শ্রম সাশ্রয় করা। তিনি বলেন, কৃষকের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। এ প্রযুক্তির ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমবে। ফলে তারা লাভবান হবেন।

[redacted]

[redacted]